দোহার প্রা. শিক্ষাকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ : বিভক্ত শিক্ষকরা

সংবাদ : প্রতিনিধি, দোহার (ঢাকা)

| ঢাকা , শনিবার, ১৯ অক্টোবর ২০১৯

ঢাকার দোহার উপজেলার ভারপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হিন্দোল বারীকে ঘিরে দোহার উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্র এখন উত্তপ্ত। শিক্ষকদের মধ্যেই রয়েছে দুটি পক্ষ। পক্ষের বাইরে থাকা সাধারণ শিক্ষকরা ইতোমধ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, দোহার উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়সহ বিভিন্ন দপ্তরে জমা পড়েছে তার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ। অনুসন্ধানে জানা যায়, জয়পাড়া মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষক জায়েদ হোসেন শাহীন ও খালপাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আকরাম হোসেনসহ তাদের অনুসারীদের শিক্ষা অফিসের কর্মকা- ছিল তাদের কব্জায়। ২০১৮ সালের শুরুর দিকে শিক্ষা অফিস কেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় কার্তিকপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কাশেম, সহকারী শিক্ষক হাবিবুর রহমান ও পালামগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সাইফুল ইসলামসহ তাদের

অনুসারীরা। ক্রমেই শিক্ষা কর্মকর্তা হিন্দোল বারীর আস্থাভাজন হয়ে উঠে কাশেম-হাবিব-সাইফুল গ্রুপ ও তাদের অনুসারী শিক্ষকরা।

যারা সম্প্রতি হিন্দোল বারীর বিপক্ষে অভিযোগ দাখিল করেছেন বিভিন্ন দফতরে এক সময়ে তারাও কাশেম-হাবিব-সাইফুল গ্রুপে ছিলেন। বিগত দুই বছরে শিক্ষা কর্মকর্তা হিন্দোল বারীকে নিয়ে নৌভ্রমণ, উন্নয়ন মেলা, পারিবারিক অনুষ্ঠান, সামাজিক অনুষ্ঠানে দেখা গেছে। সম্প্রতি হিন্দোল বারী তার অনুসারী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে কর্মদিবসের মাঝেই নৌ ভ্রমণে যান। সেখানে অংশগ্রহণকারী শিক্ষক-শিক্ষিকারা একজনও স্কুল থেকে কোন লিখিতভাবে ছুটি নিয়ে যাননি। একমাত্র শিক্ষা কর্মকর্তার সঙ্গে সুসম্পর্কের কারণে সরকারি একটি দফতরে এমন অনিয়মও নিয়ম করা হয়েছে। এদিকে শিক্ষা কর্মকর্তার হয়রানির শিকার শিক্ষিকরা অভিযোগ করে বলেন, হিন্দোল বারীর কথা মেনে না নিলে তাদের সকল সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হতো। ভালো জায়গায় পোস্টিং, বেতন স্কেল ও বিভাগীয় মামলা দেবার হুমকিসহ নানাভাবে হয়রানি করা হতো।

দোহারের হাতনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকা নুরুন্নাহার নিতু, চৈতাবাতর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকা ঝর্ণা ম-ল বলেন, হিন্দোল বারী বাজে ভাষায় বিভিন্ন কথা বলত, যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। আমরা ভুক্তভোগীরা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দফতরে লিখিত অভিযোগ দিয়েছি। যদি সঠিক বিচার না

পাই তাহলে আদালত পর্যন্ত যাব। উত্তর মধুরচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মনোয়ারা বেগম বলেন, আমার বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাকে ক্লাস চলাকালীন সময়ে বহুদিন হিন্দোল বারী ডেকে নিয়ে যেত তখন আমার একা ক্লাস নিতে খুব কষ্ট হতো। এই বিষয়টি হিন্দোল তাকে জানাতে গেলে সে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে এবং আমাকে প্রধান শিক্ষিকার পদ থেকে সরিয়ে দেয়। আমি আদালতে রিট করলেও সেই কাগজ ফেলে দেয়। সে আমাকে বিভাগীয় মামলার হুমকিও দিয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রধান শিক্ষক বলেন, ‘আমরা চাইলেই সব কিছু করতে পারি না, বলতেও পারি না। শিক্ষা অফিস থেকে যে আদেশ করা হয়, শুধু সে অনুযায়ী কাজ করতে হয়। হিন্দোল বারীর বিরুদ্ধে এ রকম অনেক অভিযোগই রয়েছে কিন্তু সরকারি চাকরি করার কারণে সবকিছু বলতে পারি না। এছাড়া বলেও কোন লাভ হয় না, এক পর্যায়ে দেখি যারা ব্যবস্থা নেবে তারাই ওই শিক্ষা অফিসারের লোক। উল্টো আমাদের ভোগান্তিতে পড়তে হয়। অভিযোগের সূত্র ধরে দোহার উপজেলা ভারপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হিন্দোল বারীর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, ‘দোহারে প্রাথমিক শিক্ষকদের দুইটি গরুপ রয়েছে। আগের গরুপটি নানা ধরনের অনিয়ম করেছে। এরা এখন শিক্ষা অফিসে সে রকমভাবে পাত্তা পায় না। এরা আগে বৃত্তি বিক্রি করতো, জিপিএ ৫ বিক্রি করত, বদলির জন্য বিশাল অঙ্কের টাকা লেনদেন

করত। এর আগেও তারা আমার বিরুদ্ধে নালিশ করেছিল, আবার পরে সরিও বলেছিল। তিনি বলেন, আমার বদলিরও ক্ষমতা নাই, টাইম স্কেল দেয়ারও ক্ষমতা নাই। এগুলো করে দিতে পারিনা বলে আমার বিরুদ্ধে নোংরা অভিযোগ দিচ্ছে। আছমা নামে যে শিক্ষিকা দোহার থেকে কেরানীগঞ্জে বদলি হয়েছে তাকে বদলি করেছে ডিজি অফিস। আমার বদলি করার কোন ক্ষমতা নাই।'

দোহার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আফরোজা আক্তার রিবা বলেন, 'আমার দপ্তরে হিন্দোল বারীর বিরুদ্ধে লিখিত একটি অভিযোগ জমা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

ঢাকা জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আলিয়া ফেরদৌসী শিখা বলেন, হিন্দোল বারীর বিপক্ষে আমার কাছেও একটা অভিযোগ জমা পড়েছে। তদন্ত ছাড়া কিছু বলা যাচ্ছে না। বিষয়গুলো তদন্ত করার জন্য একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আগামী দশ কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।